অমৃত বাজার পত্রিকা

৩ ভাগ { ২০ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ সাল ৪ আগষ্ট ১৮৭০ খৃঃ অব্দ } ২৫ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২০ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

আমরা ন্যাসনাল পেপার পাঠে অবগত হইলাম যে, ২০ শে জুলাই ভবানীপুরে হিন্দুমতে একটি বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র পাত্রী উভয়ই ব্রাহ্মণ।

আমরা "বঙ্গ বন্ধু,, নামক এক খানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ঢাকার করাসগঞ্জ হইতে প্রচারিত ও ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। পত্রিকা খানি দীর্ঘায়ু হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এবৎসর আবার রাজ পুতনার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। সংবাদ পওয়া গিয়াছে যে সেখানে বিন্দু পাতও হয় নাই। গত বৎসর যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তদপেক্ষা ভীষণাকারে উহা উপস্থিত হইবে এই রূপ অনুমিত হইতেছে। শস্য অগ্নি মুল্য দাঁড়াইয়াছে এবং সত্বর বৃষ্টি না হইলে, বিস্তর প্রানী নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

গণেশ সুন্দরীকে লইয়া ইংলণ্ডের পাদরীদিগের মধ্যে মহা ধুম ধাম যাইতেছে। ব্রাহ্মরা তাহাকে খৃষ্টান হইতে নিবারণের চেষ্টা করেন, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর কম গালী বর্ষণ হইতেছে না। কিন্তু এদিকে গণেশ আস্তে আস্তে খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিজ পিত্রালয়ে গমন করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মে যে সুখ তাহা তাহার বিলক্ষন জানা হইয়াছে। শুনিতে পাই, মিসন গৃহ পরিত্যাগ কালে গণেশ ভগান সাহেবকে এক খানি পত্র লিখে, ভগান সাহেব তাহা কি প্রকাশ করিবেন!

নড়াল অঞ্চল হইতে একবক্তি লিখিয়াছেন।

"এবার বন্যার জলের ভারি প্রাদুর্ভাব। গতবৎসর আশ্বিন মাসে যত জল হয়, এবার আজি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। শীঘ্র ২ জল এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে যে, অনেক স্থানে ধান্যের উপরিভাগে প্রায় এক হাত জল বেশী; ইহাতে ধান্যের যে সাতিশয় অপচয় হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। পরস্পর শ্রুত হইলাম আরো পূর্ব্বাংশে জলের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত ভয়ানক; গৃহের অভ্যান্তরে জল প্রবিষ্ট হওয়াতে অনেক স্থানে মাচা বাঁধিয়া লোকের কাল হরণ করিতে হইতেছে। অল্প দিনের মধ্যে সর্প দংশনে ৬ জন মনুষ্যের মৃত্যু সম্বাদ শ্রুত হওয়া গিয়াছে এবং জলে ডুবিয়া ৮ জন বালক অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। এসময় কুম্ভীরের অত্যান্ত ভয়, কুম্ভীর কর্ত্তৃক ৪ জন মনুষ্যের মৃত্যু সম্বাদ নিশ্চিত রূপে শ্রুত হওয়া গেল।,,

---

টেলীগ্রাম আসিয়াছে যে, পারলিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের স্বার্থানুসন্ধায়ী যে সকল সভ্য আছেন তাহাদের একটী সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের আত্যান্তিক ব্যয় নিবারণার্থে উপায় নির্দ্ধারণ করা উহাদের উদ্দেশ্য। সার চর্লস ত্রেবেলিয়ান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এই মর্ম্মে একটি বক্তৃতা দেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিস্তর অপব্যয় করেন এবং পুর্ত্ত ও সৈনিক বিভাগে যার পর নাই অযথা ব্যয় হইয়া থাকে। এদেশে সাক্ষৎ ভাবে কর বসানও যে অন্যায় সভ্যরা সেরূপ মত ও ব্যক্ত করেন। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, পারলিয়ামেণ্টে আবেদন করা হউক যে, ভারতবর্ষের শাসন- প্রণালী বিশেষতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগের দোষ অনুসন্ধানার্থে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হয়। এটী শুভ সংবাদ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক বার এই রূপে আমাদের আশার সঞ্চার হইয়া পরে তাহা বিষম নৈরাশের কারণ হইয়াছে। তবে এবার শুদ্ধ ভারতবর্ষীয়দের নয়, এদেশ বাসী ইংরেজদেরও স্বার্থ লইয়া টানাটানি। ইহাতে কতক ভরসা করা যাইতে পারে। কিন্তু এবৎসর পারলিয়ামেণ্টের সেসন শেষ হইয়া আইল, বিশেষতঃ ইউরোপে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এক্ষণ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলেও পারলিয়ামেণ্টের সভ্যগণ যে সে সময় নিদ্রা যাইবেন তাহা সহজে অনুভূত হইতে পারে।

অমৃতসর শীক দিগের রাজধানী। এখানে একটি মারবল পাথরের পুকুরের মধ্যে একটি সোনার মন্দির আছে। প্রসিদ্ধ গোবিন্দ পুরের গড় দ্বারা উহা বেষ্টিত। অমৃতসর শীক, মুসলমান ও হিন্দু দিগের আবাস স্থান। মুসলমানদিগের প্রায় চল্লিশ হাজার কাশ্মীর হইতে আগত। ইহারা সকলে সহরের একদিকে বাস করে। শাল বুনিয়া ও পাখী ধরিয়া ইহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে ও অতিশয় নোঙ্গরা। ইহারা স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলে। অন্যান্য মুসলমান শীক ও হিন্দুদের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য বাসন্দার বড় প্রভেদ নাই। সহরের সমুদয় লোক সংখ্যা ১৩৫০০০ নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ লাহোর অপেক্ষা এখানে চল্লিশ হাজার লোক বেশী। পূর্ব্বাপেক্ষা অমৃতসরের এক্ষণ অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। প্রধান রাস্তা গুলি পাথর দিয়া সুন্দর রূপে বান্ধা হইয়াছে, দুটি উত্তম স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, কয়েকটী কাছারী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যাহাতে নগর পরিস্কৃত থাকে তাহার উপায় করা হইতেছে। নগরটি এযাবৎ অত্যান্ত গলিজ ও ময়লাযুক্ত ছিল। এই নিমিত্ত জ্বর, উলাউঠা ও বসন্ত প্রায়ই আবির্ভূত হইত। ১৮৬৪ অব্দে বসন্ত রোগে তিন শত লোক মরে। ৬৭—৬৮ অব্দে ওলাউঠায় ১৭৭৫ জন, জ্বরে ৬৬৫৩, বসন্তে ২৩৩ ও অন্যান্য পীড়ায় ১১৯৭ জনের মৃত্যু হয়। নগর সংস্কার পক্ষে রাজ পুরুষগণ এক্ষণ যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছেন এবং সত্বর এই অভাবটি দূর হইবার সম্ভাবনা।

পাটনা ও কুচবেহারের লোকেরা ইনকম টাকস সম্বন্ধে অত্যান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। পাটনার কমিসনার লিখিয়াছেন, এই ট্যাকস লোকে ভয়ানক ঘৃণা করে এবং অত্যান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রদান করে। ত্রিহুত সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, এখানকার লোকেরা প্রায় সকল বিষয়েই অবাধ্য ভাব দেখায়, কিন্তু ইনকম ট্যাকসের প্রতি তাহারা অত্যান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। গয়ার কলেক্টর বলেন, প্রায় সকলই ইনকম ট্যাকসের উপর চটা। কুচবেহারের কমিসনার লিখিয়াছেন যে, ইনকম ট্যাকস সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলি যে সাধারণে এমত অপ্রীতিকর বিষয় কিছুই নাই।,, যদি অন্যান্য কমিসনারগণ এই রূপ নিরপেক্ষভাবে তাহাদের মত ব্যক্ত করেন, তবে ইনকম ট্যাকস দ্বারা যে কি ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে, তাহা কতক বুঝা যাইতে পারে। উক্ত কমিসনার দ্বয় যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া লর্ড মেও ও তাহার মন্ত্রি বর্গ কি বলেন তাহা জানিতে আমাদের ভারি কৌতুহল রহিল।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

বিচার ভাল হইবে বলিয়া করসম্বন্ধীয় মোদ্দমা দেওয়ানি আদালতে উঠিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমরা শুনিতে পাইতেছি যে, আহেলা মেলার কষ্ট ও অসুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। লোকে বলিয়া থাকে, দেওয়ানি আদালতে পিতা মোকদ্দমা রুজু করে, পুত্র তাহার ফল ভোগ করে। ডিক্রী জারির ত কথাই নাই। একটী ডিক্রীজারির দরখাস্ত তিন চারি মাসের কমে রেজেষ্টরি ভুক্তই হয় না। অন্যান্য মোকদ্দমায় যে রূপ হউক খাজানা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় এরূপ অন্যায় বিলম্ব হইলে প্রজাদিগের সমূহ কষ্ট ও ক্ষতি। কালেক্টরিতে দশ আইনের মোকদ্দমা দুই মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। আমরা ভরসা করি, হাইকোর্টে ও জিলার জজেরা এবিষয়ের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি করিবেন।

ঝিনাইদহা ও বাগেরহাটে মুনসেফ না থাকায় লোকের ভারি কষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে এক রূপে কাজ চলিতে পারিত, কিন্তু এখন উক্ত দুই মহকুমায় দুইজন মুনসেফ থাকার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ঝিনাইদহার লোকের মাগুরায় ও বাগেরহাটের লোকের খুলনিয়ায় গিয়া মোকর্দ্দমা করিতে হয়। কিন্তু ঝিনাদহা কি বাগের হাটের এক প্রান্ত হইতে মাগুরা কি খুলনিয়া একদিন দেড় দিনের পথ দূরে হইবে। আমরা অনুরোধ করি, যশোহরের জজ এবিষয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দের গোচরে আনিবেন।

যশোরে শহরের উপর অত্যন্ত সিঁদ চুরি হইতেছে। আমরা এবিষয় পুর্ব্বে একবার লিখি। যশোরের মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের উদ্দেশে আমরা এখন এই মাত্র বলি, যে মনরো ও ওকেনালি সাহেবেরা যে দীর্ঘ কাল যশোরে ছিলেন, তাহার মধ্যে শহরে একটীও সিঁদ চুরি হয় নাই।

পাদরীদের আবেদন পত্র।

আমরা আশা করিতেছিলাম যে যদি গবর্ণমেণ্ট উচ্চতর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে বিরত হয়েন, পাদরী গণ সেই অবসরে ঐ মহৎ কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এক্ষন তাহাদের আচরণ দেখিয়া আমাদের সে আশা তিরোহিত হইল। তাহারাও গবর্ণমেণ্টের সহিত সমস্বর হইয়াছেন। ইহারা উভয়েই স্বার্থহানি আশঙ্কায় এই অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দেখেন যে বাঙ্গালীরা সকল প্রধান পদ অপহরণ করিতেছে; এবং ক্রমে স্বদেশের শাসনভার স্বহস্তে লইবে; পাদরীরা দেখিতেছেন, বাঙ্গালীরা যতই অধিক লেখা পড়া শিখিতেছে, ততই খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইতেছে। সুতরাং তাহাদের অন্ন উঠিল। কিন্তু পাদরীদের এক্ষন বিদ্যাশিক্ষার বিরোধী হইলে আর ফল নাই। লোকের চক্ষু অনেক দিন ফুটীয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের ভজাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে। এখন কেবল বৈরনির্য্যাতন মাত্র। যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মের অসারত্ব জানিয়াছে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ লোকদিগকে তাহা শিখাইয়া দিবে। যাহাহউক পাদরীরা আপনাদের অবলম্বিত বিষয়ের অসারত্ব আপনারাই সপ্রমাণ কবিতেছেন। যাহা বিদ্যার তীক্ষ্ণ জ্যোতির নিকট ম্লান হয়, সে ধর্ম্মই নহে। যে ধর্ম্ম মুখে ভিন্ন বিদ্বানেরা গ্রহণ করিতে পারেনা, তাহা কুসংস্কার মাত্র। পাদরীদের শিষ্য সংখ্যা দেখিলে বোধ হইবে যে কেবল অজ্ঞ লোক দিগকেই তাহারা অধিকাংশ খৃষ্টান করিয়াছেন। আমরা বরিশাল জেলায় দেখিয়াছি, সকল খৃষ্টানই ইতর জাতি হইতে হইয়াছে, এবং তাহারা অতিশয় অজ্ঞ। তাহাদের মধ্যে চৌর্য্য, পরদ্বার, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। আমাদের কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বন্ধু একদা এই বিষয়ে তত্রত্য পাদরী সাহেবকে জ্ঞাপন করায় তিনি লজ্জিত হইয়া কোন সদুত্তর প্রদানে সক্ষম হয়েন নাই, এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে "উহারা খৃষ্টান নহে, আমাদের দলভুক্ত।" এই রূপ দলভুক্ত খৃষ্টানে বল্লভপুর, গাজিপুর, মুজাপুর লংসাহেবের গির্জা প্রভৃতি স্থান পরিপুর্ণ। বিদ্যা শিক্ষা না হইলে এরূপ দলভুক্ত খৃষ্টান অনেক হইতে পারিবে, এবং পাদরীরা এক্ষণ সেই আশাই করিতেছেন। যেমন বরিশাল খৃষ্টান দিগকে তাহারা অর্থ দিয়া, জমিদারদের অত্যাচার হইতে আশ্রয় দিয়া, দলভুক্ত করিয়াছেন, এক্ষণেও তাহারা সেইরূপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের একটী অসুবিধা হইল, এত দিন কৃতবিদ্যেরা তাহাদের অনেক সাহায্য করিত, এক্ষণ তাহারা তাহাদের শত্রু হইবে। এখন পাদরীদের এদেশে থাকা ভার হইবে। তাহাদের ধর্ম্ম মন্দ হউক, কৃতবিদ্যেরা এতদিন তাহাদের স্বভাবের প্রশংসা করিত, লোকে তাহাদের অবিশ্বাস করিলে কৃত বিদ্যেরা তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিত, কিন্তু এক্ষণ সেটী হইতেও তাহারা নিজ দোষে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাহাদের ক্রুরতা, হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অনেক স্থলে মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইতেছে। গণেশ সুন্দরির মকর্দ্দামা, হেম নাথ বসুর মকর্দ্দামা এবং এই রূপ শত শত মকর্দ্দামায় তাহাদের সত্য নিষ্ঠা বিশ্বাস্যতার প্রমাণ হইয়াছে। বোধ হয় এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই পাদরীরা জাল সংযুত করিতেছেন।

তাহারা কি আবেদন করিয়াছেন আমাদের জানিবার বড় কৌতুহল হইতেছে। আবেদন পত্র পাঠ করিয়া আমাদের আর যাহা বক্তব্য পরে বলিব।

উপসংহার কালে পাদরীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, "তাহারা বোধ হয় নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়াছেন, ইহা তাহাদের নিতান্ত আয়াস্য ব্যবহার। লোকে অবশ্য তাহাদিগকে প্রথমাবধি নির্য্যাতন করিতেছে, তাহারা দেশের যে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু তাহাদের সে সমস্ত বহন করা কর্ত্তব্য। ক্ষমা ও পরোপকার তাহাদের ধর্ম্মের ভূষণ, সেই ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহারা যে বিদ্যার ফলের প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন, তাহা অন্যায়। তাহারা যে বিদ্যার সূত্রপাত করেন তাহার বলেই এদেশে কুসংস্কার দূর হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্ম যে কতক জয়ী হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় কি? তবে কেহ আর তিন ঈশ্বর ও অনন্ত নরক বিশ্বাস করিবে না। হিন্দুধর্ম্মে তাহার অভাব নাই, সুতরাং খৃষ্ট ধর্ম্মের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন কি? জরডানের জল, পবিত্রভূত, পাঁচ রুটীতে পঞ্চ সহস্র লোককে ভোজন করান এসকল বৃদ্ধ মাতামহির ধর্ম্মের আর কাল নাই। যদি পাদরীরা তজ্জন্য চেষ্টা করেন, নিষ্ফল হইবেন। অতএব তাহারা সত্য বিস্তারে যত্নশীল হউন অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। অলীক কুসংস্কার এদেশে কৃতবিদ্যেরা একবার হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ত্যাগ করিয়াছেন, রূপান্তরে তাহা কি আর গ্রহণ করিবেন? পাদরীরা ভগ্ন হৃদয় হইবেন না, সত্যের প্রতি অনাস্থাবান হইবেন না, তাহাদের মতের মধ্যে যাহা সত্য আছে লোকে তাহা গ্রহণ করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের অসত্যমত বিনাশ পাইবে। অতএব তাহাদিগকে সময়ের উন্নতির সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সিল মোহর করা ধর্ম্ম আর আদৃত হইবেনা। উন্নতির ধর্ম্ম এই সময়ের ধর্ম্ম, এবং যাহা উন্নতির প্রতিকুল তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। মিশনরিরা যদি সত্য উন্নতি চাহিতেন, তবে অসহিষ্ণু হইতেন না, কিন্তু তাহারা কতক গুলি কুসংস্কার প্রচার করিতে চাহেন। লোকে এক্ষণ আর তাহা চাহে না। তাহারা ইহাতে শিক্ষা লাভ করুন এবং সত্যের প্রতি আস্থাবান হউন। তাহারা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাহাদের সত্যের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে এবং নীচতার এক শেষ হইয়াছে।

176

শরীর চর্চ্চা।

শ্বিবিদ্যালয় হইতে ভারতবর্ষের অনেক বিষয় উন্নতি লাভ হইতেছে, সন্দেহ নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে সকলে ভরসা করেন। ন্যায় পরায়ণ দেশ মুখোজ্জ্বল কারী বিচারপতি, অসাধারণ বুদ্ধি বিশিষ্ট উকীল, বিচক্ষণ লেখক, সুবক্তা রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞানবিৎ, পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাওয়া যাইবে সকলেরই এইরূপ আশা। প্রতি বৎসর বি এ, এম্ এ, বিল্, এম্ ডি, এম বি ইত্যাদ নানাবিধ উপাধি দ্বারা যুবক সম্প্রদায় প্রতিবৎসর বিভূষিত হইতেছে ইহা দেখিয়া কে না আনন্দ লাভ করে? বিদ্যা বিষয় নানা রূপ উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, এসকল ভারতবর্ষের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুই একটী ভয়ানক অমঙ্গল দেখা যায়। ছাত্রেরা এই ক্ষণে অসাধারণ উৎসাহের সহিত বিদ্যালোচনা করিতেছে। বি, এ, পরীক্ষা দিয়া পরবৎসর এম, এ, উপাধি লাভ করিতে যুবক গণ প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছে। এম, এ, দিয়াই তার পর ষ্টুডেণ্টসিপ লাভের জন্য কতই না যত্ন দেখা যায়। এক উৎসাহে অধ্যবসা ও পরিশ্রম শত গুণ বৃদ্ধি হইতেছে। যুবক দিগের বিদ্যা বিষয়ে এই রূপ যত্ন চিরস্থায়ী হউক এবং দিন ২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। তাহাদিগের যত্ন শিথিল যেন না হয়। কিন্তু বাঙ্গালী দিগের যে রূপ অবস্থা তাহাতে এত পরিশ্রমে কিছু ২ ভয়ানক অপকার উৎপত্তি করিতেছে। আমি জানি এক জন যুবক অতিশয় পরিশ্রমের সহিত এম্, এ, পরীক্ষা দিয়া মস্তিস্ক রোগাক্রান্ত হইয়া কয়েক বৎসর পরে প্রাণ ত্যাগ করেন। অধিক পরিশ্রমের কি ভয়ানক ফল। এক জন এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই পক্ষাঘাত রোগে অনেক দিনের জন্য ভয়ানক কষ্ট পান, দুই জন এম এ, পরীক্ষা দিয়া মস্তিস্ক রোগ প্রভাবে এক কালীন অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িয়াছেন, এই রূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল নহে। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যেমন বিশ্ব বিদ্যালয় এক দিকে দেশের উপকার সাধন করিতেছে, তাহা দ্বারা আর এক দিকে প্রকৃত অমঙ্গল ঘটিতেছে। যাহাতে কোন প্রকার অমঙ্গল না হইয়া কেবল মঙ্গলই উৎপাদিত হয় তাহা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিবিধ উপায় দ্বারা এ প্রকার অমঙ্গল দূরীকৃত করা যায়। কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান উপায়, সমুদয় বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া। এ উপায়টী অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। ব্যায়াম বিষয়ে অনেক কালেজের প্রিন্সীপেলেরা যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের যত্ন বিফল হয় নাই। লজ সাহেব ব্যায়াম বিষয়ে কত উৎসাহ দিতেন; এবং তদ্দ্বারা কত মঙ্গলই হইয়াছে। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে ব্যায়ামের জন্য একজন ফরাশি শিক্ষক অনেক টাকা বেতনে নিযুক্ত হন; কিছু দিনের মধ্যে বালকেরা অনেক শিক্ষা করে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা। কি অভিপ্রায়ে বলিতে পারিনা। বন্ধ করিয়া দিলেন। সহজেই সকল বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিছু দিন হইল কৃষ্ণনগর কলেজের কতক গুলি কৃত বিদ্য যুবক একটি রঙ্গভূমি করিয়া শস্ত্র বিদ্যা অভ্যাস করিতে ছিলেন কিন্তু বাঙ্গালীর উৎসাহ আর কত দিন থাকে! তাহা উঠিয়া গিয়াছে। সাটক্লিফ সাহেব ছাত্র দিগকে অনেক স্নেহ করেন, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যায়াম চর্চ্চা সম্বন্ধে কোন উপায় কি করিতে পারেন না? লব সাহেব কি হুগলী কলেজে ব্যায়াম বিষয়ে কোন উপায় করিতে পারেন না? কলেজের প্রিন্সিপলের ইচ্ছা থাকিলেই ব্যায়ামের জন্য ছাত্র দিগকে উৎসাহিত করিতে পারেন, ইহারা যদি ছত্র দিগের এবং এদেশের মঙ্গল করিতে যথার্থ উৎসুক থাকেন, তাহা হইলে ছাত্র দিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার উপায় করুন। ইহারা আপনাপন চেষ্টায় অনেক করিতে পারেন। ইহাদের আদেশে অনেকানেক হেডমাষ্টার বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে যত্ন করিতে পারেন।

বঙ্গবাসী গণ শারীরিক উন্নতির আবশ্যকতা এইক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সে উন্নতিলাভের মনোগত ইচ্ছা হইয়াছে। এইক্ষণ আমরা এক বলিষ্ট সাহসী পুরুষকে, বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকের তুল্য শ্রদ্ধা ভাজন মনে করি, অতএব এইক্ষণ বাঙ্গালার সমুদায় স্কুলে ব্যায়াম চর্চ্চা প্রচলিত করিবার সময় হইয়াছে। কিছু দিন পুর্ব্বে উড্রো সাহেব গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম করিবেন শুনা গিয়াছিল। তিনি ক্ষান্ত হইলেন কেন? সকলে পুনর্ব্বার যত্ন করুন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখুন এবং তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ যত্নবান হউন। এডুকেসন গেজেটে এবিষয়ে লেখা হউক, ভূদেব বাবু কিঞ্চিৎ চেষ্টা করুন। সকলে চেষ্টা করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গলের সুত্র পাত হইতে পারে।

EDUCATE OUR CRIMINALS—Human nature is good and souls are naturally loyal to right; for God is in all. Ignorance is almost the sole cause of human degradation. It is that evil genius that founds our poor-houses and jails, filling them with the unhappy multitudes it has cursed. Locke said that "of all men we meet nine out of ten are what they are, good or bad, useful or not according to their education" Nothing was more truely said.

No man is responsable for the circumstances of birth; but brought into the world without his consent, he has rights, inalienable rights, growing out of the deepest necessities of his nature, and among them is the right to a thorough physical, mental, and moral education. This moral education is not a stuffing process. It does not consist in putting divine qualites into the soul. They are already there, God-implanted. But the legitimate aim of a true education is to bring out and train those divine principles of justice, right, truth, goodness and love, that exist germinally in every soul. If society fails to do this or neglects seeing that it is done, is not society more guilty than the criminals it encarcerates? Can society reasonably hold subjects accountable for their criminal acts till it has fed and clothed and faithfully educated and performed towards them its whole duty? If the poor in cities are forced to steal or starve, should they be arrested and thrust into prisons for theiving? Should the drunkard inheriting the appetite, and thrown in early life under liquor influences, be laughed at in the guttar? If hunger and poverty lead a woman to prostitution, should she be snubbed and despised by all "respectable" women, and noticed only by the baser portion of her brothers? Is it kind to stand and mock the beggar at the door, and then turn him out, thus doubting his necessities and driving the arrows of despair still deeper into a heart, perhaps already surcharged with sorrow?

Our heart aches for the unfortunate children of earth, made so by organization, ignorance, base surroundings, stern necessity and society blind to its highest interest! We cannot find it in our soul to condemn any one, to blame any one, but sympathising with all, even the most hardened criminal, we feel to press their claims for education and kindness upon reformers and philanthropists every-where. They are our Fathers children, our brothers and sisters; and as we would

177

e God's holiest angels come to us, we uld be angels to them.

A certain pius man admonished a isoner to have better thoughts. "Where hall I get them ?" was the pointed ply. Yes, where shall criminals get ood thoughts and kind, generous, upght felings? They should be in reform hools and moral hospitals, under the entle discipline and tender care of those whose great souls are tuned to the keynotes of love and wisdom. Educate the people, then; develop their better natures, find their angel side and love them heavenward; for love must prompt and wisdom be the savior of the world.

The Political future of England.—England has certainly reaped from the acquisition of India advantages of immense value in the shape of material gain, i. e. in that which political Economists define to be wealth. Superficial politicians may ignore it, blind partizans may deny it. But the fact is palpable both to common sense as well as an inch deep reflection. But the question is, " Has the conquest of India secured a like amount of political advantage to her? And what effects may India produce on the political future of England ? " These are very good problems. An attempt to solve them must needs be exceedingly interesting.

Thinking Englishmen overjoy at the fact that the kings of England ultimately failed in their pretentions to the crown of France. In fact, Henry VI's being crowned] king of France was not an event for the English people to exult at. For such an event would have put in jeopardy the very object on which England so justly prides and for which the whole world esteems her, viz, her spirit and sense of political freedom. The kings and the nobility of England had already evinced enough of fondness for despotism and domination. If they had been at liberty to inhale in any quantity they liked the despotic atmosphere of France and imbibe the poison of conceit and self-sufficiency from the tradition of tyranny and oppression current in that country, the history of England would have taken another tone and England would have exhibited another face at present.

Again what do the actual events that transpired at Rome--once the mistress of the world, show? A most energetic and liberty loving people, how could it melt and fuse into the mighty chaos of ignorance & barbarism, which mark the history of the middle ages of Europe? The reason is evident. The Romans could not preserve abroad the manly virtues which dignified them at home. The citizens who spread over the different parts of the empire with some sort or other of the badge of State Power, returned a degraded and enslaved selfish race of men. And thus the intrinsic vigour of that once august body the Senate, was fast eaten away. And hence, what followed.

For a conquering nation to be degraded and enslaved, there are always strong and abundant causes and temptations; and in the case of the conquest of India by England, they are stronger and more abundant by far. And is England taking any care to keep herself clear of them? Liberty is her most valued ornament, she has attained to it through an unheared of amount of trouble, struggle, anxiety, and heart-burning. Is she taking due precautions to preserve it?

The fact strikes every one that the Englishmen of India are altogether a different race of being from their brethren at home. None of that nobleness, candour and gentleness which mark the character of Englishmen in England can be discovered in the Englishmen as a class here. On the contrary, superciliousness, conceit, meanness and duplicity we witness in abundance here. And this can be very easily explained. Our English friends who come generally in the Government employ, come here in most cases and in the case of the Civil Service especially at a very young age when they are open to any kind of impression. Here they busy themselves as tools of despotism, in capitalizing themselves on their superior intellect and power and in bringing the people to a most consummate state of submission and humilation. The result is, the noble maxims and principles of the free Government of England fall furtherest from their mind. Could the imposers of the $3\frac{1}{8}$ per cent, could the abolitionists of education in India, be ever conceived to be able to bring heartfelt sympathies to the doings of such men as Pym and Hampden, Fox and Burke? This being the case, it may be easily imagined when such men will multiply in England and communicate to others there the spirit they imbibed in India, how another George III may easily succeed in undermining the power of the Commons. The House of Commons was jeolous and apprehensive of the vast patronage of the Civil Service which might be at the disposal of the ministry, accordingly they threw open the service to competition. Was not this the smallest reason for the apprehension of Parliament, compared with that we have pointed at? But England can provide against this impending danger very easily.

It is indeed true that as England and India are now circumstanced and every day bringing them in closer contact by the laying out of rail-ways and opening up of channels, the political aspirations, qualifications of the two countries different as they are----must soon come to the same level. This result might follow in two ways, either by the degradation of England or by the promotion of India. Now England can easily obviate the former alternative by heartily applying herself to the latter. Let her fundamental policy of action be really, as it is vaunted in words, to raise the condition of India to an equality with her. In this, God will assist and bless her. In fact, in attempting to raise her old sister to an equality with herself, she will ever find herself also unconsciously higher than she was. For by a moral talisman, the more a man denies himself, the more does he recieve.

সদর আলা ও আডিসনাল জজ।

মুন্সেফেরা প্রায় ২০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া সদর আলা হয়েন, সুতরাং সিবিল মকর্দ্দমায় যে তাহাদের বিশেষ প্রাজ্ঞতা জন্মে তাহা সকলই স্বীকার করিবেন। এদিকে সিবিলিয়ানেরা প্রথমে আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেটি হইতে কালেক্টরী পর্য্যন্ত কাজ করিয়া পরে আডিসনাল জজ কি সিবিল জজ হয়েন। কালেক্টরী পর্য্যন্ত ইহাদের কেবল ফৌজদারী ও রেবিনিউ সম্বন্ধে দক্ষতা জন্মে। সিবিল মকর্দ্দমায় ইহাদের হস্তক্ষেপ ও করিতে হয় না, এমত স্থলে মুন্সেফ, কি সদর আলা দিগের কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন মকর্দ্দমার আপী

ণ জজ কি আডিসনাল জজের নিকট হওয়া উচিত? সদর আলা প্রভৃতি হাকিমেরা যে, এদেশস্থ আচার, ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি, ইউরোপীয় দিগের অপেক্ষা অবশ্যই ভাল জানেন, সে সম্বন্ধে আমরা আর অধিক বলিব না। ইউরোপীয় দিগের এই অজ্ঞতার নিমিত্ত যে অনেক সময় অবিচার হয়, তাহা ত সকলেই অনবরত প্রত্যক্ষ করিতেছেন, প্রত্যক্ষ না করিলেও এমনি মনে মনে বুঝা যাইতে পারে।

সেবল বিষয় যাহারা একেবারে অজ্ঞ, তাহারাই আপীল নিষ্পত্তি করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। আর একটি অবিবেচনার কার্য্য দেখ। যে জজেরা কি পাকা কলেক্টরেরা দুই চারি বৎসর বিলাতে থাকিয়া সমুদায় ভুলিয়াছেন, তাহারা প্রায়ই এদেশে আসিয়া প্রথমে আডিসনাল জজ হয়েন। ছিরনহ মকর্দ্দমা, কি দাওরার মকর্দ্দমা নিষ্পত্তির ভার জজ দিগের উপর আছে। কিন্তু আডিসনাল জজেরা নিম্ন আদালতের আপীল নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। এ বন্দবস্তটি আমাদের উলটা বোধ হয়। অন্যের কি মত জানিনা, আমাদের বিবেচনায় ছিরনহ মকর্দ্দমা করা অপেক্ষা আপীল নিষ্পত্তি করায় অধিক প্রাজ্ঞতা চাই। এমন স্থলে, জজের উপর আপীল নিষ্পত্তির ভার দিয়া বরং আডিসনাল দিগের উপর দাওরার মকর্দ্দমা বিচার করিবার ভার দিলে হয়। পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটি না করিলে আর আডিসনাল জজ হওয়া যায় না, সুতরাং দাওরার মকর্দ্দমা করিতে, তাঁহাদের তত ভুল না যাইতে পারে।

নিম্ন আদালতের আপীল, নিম্ন আদালতস্থ হাকিম দিগের অপেক্ষা বিজ্ঞ লোকের নিকট নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। জজেরা তাহা নহেন। এখানে কি করা কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য যে, যিনি জজ হইবেন তিনি মুন্সেফি হইতে কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাহা আর ইংরেজেরা থাকিতে হইবে না। ইংরেজেরাও মুন্সেফি করিতে স্বীকার হইবেন না, অথচ বাঙ্গালীকেও তাহারা জজিয়তি দিবেন না। কম বেতন দিয়া সদরআলা দিগকে আডিসনাল জজ করিলে ভাল হয় না?

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

ইউরোপীয় সংগ্রাম ক্রমে গুরুতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। ফরাশি সম্রাট যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সত্বর ফরাশি সৈন্য প্রসিয়া রাজ্য মুখ ধাবিত হইবে। প্রসিয়ার রাজাও সসজ্জ হইয়া আছেন। অচিরে যে সমরাগ্নি ভীষণ রূপে প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল জাজ্জ্বল্যমান রূপে দেখা যাইতেছে। স্পষ্ট যুদ্ধের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে সীমার উপর মাঝে ২ ক্ষুদ্র লড়াই হইতেছে। প্রসিয়ানেরা ফরাসি রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠপাঠ আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিতাড়িত হইয়াছে।

উভয় রাজ্য হইতে রণ তরিও প্রেরিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, হলণ্ডের নিকট বিপক্ষ জাহাজ দ্বয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তোপ ধ্বনিও শুনা গিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ হইয়াছিল কি না তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সৈন্যবল বোধ হয় উভয় রাজ্যের তুল্য। ইউরোপের মধ্যে স্থল যুদ্ধে ফরাশিরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সামুদ্রিক সংগ্রামেও ফরাশিরা কেবল ইংরেজদের নীচে। প্রসিয়া অপেক্ষা ফ্রান্সের রণপোতের সংখ্যা প্রায় ১৫ গুণ বেশী। এমত অবস্থায় প্রসিয়া অপেক্ষা যে ফ্রান্সের অনেক বিষয়ে সুবিধা তাহা বোধ হইতে পারে। কিন্তু তেমনি প্রসিয়ান প্রজারা যে রূপ রাজ ভক্ত এরূপ ফরাশিরা নয়, সমুদায় জর্ম্মনী কায়মনোবাক্যে প্রসিয়ার সহিত যোগ দিয়াছে, বাবেরিয়া, ওয়ার্টেম্বর্গ ও সাকসনি তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে, বিসমার্কের উত্তেজনায় প্রসিয়ানগণ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রসিয়া ফ্রান্সের এই সকল সুবিধা সত্বেও যে তাহা অপেক্ষা বড় নুন নহে তাহা বুঝা যাইতেছে। লুই নেপোলিয়ান স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যুদ্ধ যত সহজ ভাবিয়া ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। উপস্থিত যুদ্ধ স্থল দুর্গ পূর্ণ, সুতরাং সংগ্রাম শেষ হইতে বিস্তর সময় লাগিবে, প্রচুর রক্তপতনও হইবার সম্ভাবনা। ফল জয় বিজয় ভবিষ্যতের গর্ভে, এ সম্বন্ধে মনুষ্যের গণনা কেবল ভ্রম মূলক।

ইউরোপের অন্যান্য রাজ্য এখন কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু প্রায় সকলেই স্বদেশ রক্ষার্থ সৈন্য সসজ্জ করিতেছেন। ইংলণ্ড এখন পর্য্যন্ত পক্ষপাতশূন্য আছেন। কিন্তু তিনি যে এক পক্ষে যোগ দিবেন তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যদি রুশিয়া প্রসিয়ার সহিত যোগ দেন, তবে ইংলণ্ড বাধ্য হইয়া ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডের আন্তরিক টান প্রসিয়ার দিগে। ইংলণ্ডের সাধারণ লোকে ফ্রান্সের উপর চটা, বিশেষতঃ হলাণ্ড ও বেলজিয়ামকে নিজ রাজ্য ভুক্ত করিবার মানসে ফরাসি সম্রাট প্রসিয়ার সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়া ছিলেন, এই কথা প্রকাশ পাওয়ায় ইংরেজ দিগকে একেবারে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে. কারণ হলণ্ড ও বেলজিয়াম ইংলণ্ডের পরম মিত্র। ফরাসি সম্রাট সমুদায় দোষ প্রসিয়ার উপর চাপাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, এরূপ সন্ধির কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রসিয়ান মন্ত্রি বিসমার্ক ইহার প্রস্তাবনা করেন। এ বিষয়ের সত্যতা এখন পর্য্যন্ত কিছু নিরূপণ হয় নাই। যদি ইংলণ্ড ইহাতে যোগ দেন, তবে সম্ভবতঃ সমরাগ্নি পৃথিবী ময় ব্যাপ্ত হইবে এবং সম্মুখে যাহা পতিত হইবে তাহাই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। ফল আমরা ভরসা করি ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

• রা আগষ্টের টেলিগ্রামে জানা যায় যে সরব্রুকে ফরাসি ও প্রসিয়া সৈন্যে একটা মধ্যম রকম যুদ্ধ হইয়াছিল। ফরাশিরা আক্রমণ করে। প্রসিয়দের সৈন্য কম ছিল, কিন্তু তাহারা ফরাশিদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রসিয়ান সংবাদ পত্রে এই রূপ ঘোষিত হইয়াছে। ফরাশি দিগের মত এখন শুনা যায় নাই। ফল এ সমুদায় বিষয় বিষয় এক পক্ষ শুনিয়া বিচার করা যায় না। সরের নদীর উপরস্থ প্রধান নগর সরব্রাক। সরের ধারে বিস্তর কয়লার খনি আছে। এটি প্রসিয়ান গবর্ণমেণ্টের অধীন। যদি ফরাশীরা সারব্রাক অধিকার করিতে পারেন, তবে প্রসিয়ান দিগের রিন নদীর নিকট হাটিয়া যাইতে হইবে এবং প্রসিয়া তাহা হইলে কতক ক্ষীনবল হইয়া পড়িবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু চন্দ্র কুমার সেন, পূর্ণিয়া, ৭৭ সালের পৌষের শেষ.................................. ৪৷৹

বাবু অভয়া চরণ সিং, পাবনা, ৭৭ সালের শ্রাবণের শেষ.................................. ৪৷৷৹

বাবু ভৈরব চন্দ্র পাড়ে, সরদলা, ৭৮ সালের মাঘের শেষ .... ১৩৲

বাবু বিধু ভূষণ মুখোপাধ্যায়, মুন্সেফ, যশোর ৭৭ সালের মাঘ .... ৫৲

সংবাদ।

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, ময়মনসিংহে যেস্থানে কখনও জল যায় নাই, এবার বর্ষায় সেসকল স্থান দিয়া স্রোত চলিতেছে। সংবাদদাতা লিখিয়াছেন অনেক গ্রামে গৃহস্থ দিগের গৃহে জল প্রবিষ্ট হইয়াছে। শস্য সকল জলমগ্ন, ছাগাদি গৃহ পালিত পশু রাখিবার স্থান নাই। কাগমারি অঞ্চলে ধানের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এবার বর্ষার জলে কি হয় বলা যায় না।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, বর্দ্ধমানের অধীন বেতড়গড় গ্রামের একটি বিধবা ব্রাহ্মণীর কিঞ্চিৎ নগদ টাকা ছিল। সে কোন মুসলমানের কিঞ্চিৎ অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া কয়েক টাকা তাহাকে ধার দিয়াছিল। পরে উভয়ের বিবাদ হওয়ায় উক্ত মুসলমান তরবার দ্বারা ঐ ব্রাহ্মণ কন্যাকে বধ করে, পুলিষ কর্ত্তৃক হত্যাকারী ধৃত হইয়াছিল। পুলিষের অনবধানতায় পলায়ন করিয়াছেন। অনুসন্ধানেও এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। একারণ নিবন্ধন সেলেমাবাদের সব ইনস্পেক্টরও কয়েক জন কনেষ্টেবল কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে।

—ঢাকা কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বাবু প্রসন্ন কুমার রায় এবার গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

—২৫শে জুলাই সিমলা পাহাড় দিয়া এক ঝাঁক পঙ্গপাল যাইতে দেখা গিয়াছে। উক্ত স্থানে চারি জন কসাইদার ধৃত হইয়াছে॥ ইহাদিগের নিকট কতক গুলিন্ কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে ॥ তাহাতে কমাণ্ডার জেনারাল সমেত যাবতীয় ইউরোপীয় বাস করে হত্যা করার বিষয় লেখা থাকে ॥ আপাতত ইহারা জামীনতে আছে ॥

—বঙ্গমহিলা বলেন, ২৩ আষাঢ় শ্রীরামপুর মহকুমার একটী বর হত্যা হওয়ার বিষয় পুর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশ করেন ॥ হরিপাল হইতে এক বর বিবাহ করিতে গ্রামান্তরে গিয়াছিল ॥ স্ত্রী আচারের সময় বরের শাশুড়ী বরণ ডালা লইয়া বরকে বরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোনস্ত্রী বরের শাশুড়ীর পৃষ্ঠে ধাক্কা মারায় শাশুড়ী বরের উপর পড়িয়া যান, সুতরাং বর ও চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল ॥ পশ্চাদ্ভাগে এক প্রস্তর খণ্ড থাকাতে তাহা বরের মাথায় লাগে, তাহাতেই বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, ধন্য তামাসা ॥ প্রাণ লইয়া টানাটানি ॥

—নোয়াখালী কালীতারার হাটের নিকট একটী পুষ্করিণীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের জল অনুমান দুই দণ্ড পরে এক এক বার প্রায় এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ ও স্ফীত হইয়া উঠে, তখন জল গুলি ঘন নীলবর্ণ হয় এবং কিয়ৎক্ষণ উহা হইতে বারুদের গন্ধ বহির্গত হয় ॥ এপর্য্যন্ত কেহই ইহার কারণ স্থির করিতে পারেন নাই।

—ইংরেজী টিকার আদর ইংলণ্ডে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে ॥ ব্রকডেলের রথওয়েল নামক, এক জন রাসনিক পণ্ডিত তাহার পুত্রকে গোবীজের টিক, দিতে অস্বীকৃত হন ॥ তিনি বলেন, ইহাতে এত অনিষ্টোৎপত্তি হইতে তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহার পুত্রকে তিনি কখন টিকা দিতে দিবেন না ॥ তাহার এক পাউণ্ড জরিমানা করা হয় ॥

—লক্ষ্মীপাশা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

লোহাগড়া থানার অন্তর্গত কুমড়ী গ্রামে ।০ আনার পয়সা লইয়া মুসলমান দিগের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় এরফানদ্দী খাঁ নিহত হয়; অপরাধের মধ্যে এই ব্যক্তি বিবাদ ভঞ্জন করিতে গিয়াছিল ॥ বিবাদী ব্যক্তিগণ সেসিয়নে সমর্পিত হইয়া হাজতে আছে ॥

—প্রভাকরের এক জন পত্র প্রেরক বলেন যে "তমলুকের অন্তর্গত কোন গ্রামে এক জন কৃষক বিবাহ করিতে যায়, তাহার একটী অল্প বয়স্কা ভগ্নীও তাহার সঙ্গে ছিল ॥ যে কন্যার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল, সে আর বরের ভগ্নী সমান বয়স ও সমান রূপ ॥ বিবাহের দিন সন্ধ্যার পরে উক্ত কন্যা দ্বয় একত্র নিদ্রিত হইয়াছিল ॥ রাত্রে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হয়। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হওয়াতে কন্যার পিতা ভ্রম ক্রমে বরের ভগ্নীকে আনিয়া সম্প্রদান করেন ॥ দৈব নিবন্ধন সে দিন আর কেহই দৃষ্টি করে নাই, পর দিন প্রাতে ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে ॥ এক্ষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ব্যবস্থা অন্বেষণ করিতেছেন" ॥

—ঢাকা অঞ্চলে জল বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছে ॥ আশু ধান্য জলমগ্ন হইয়াছে এবং অন্যান্য ধান্য কিছু নাই বলিলেও হয়। আমাদের এদিকে জল অভাবে আমন ধান্য রোপণ করা হইতেছে না। এতদঞ্চলে আশু ধান্য এমন চমৎকার হইয়াছে যে অনেক কাল এরূপ দেখা যায় নাই ॥

—চীনেরা বিদেশীয় দিগের উপর ভয়ানক উপদ্রব করিতেছে ॥ টিয়েনসিনে একটি লোম হর্ষণ হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। যাবদীয় ফরাসিস পাদরী, নন ও প্রজা চিনের দিগের কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। এই হত্যা কাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

—বোম্বাইয়ের "অরর। "নামক জাহাজ যাহারা পোড়াইয়া দেয়, তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে ॥ এলমসটোন ও হুইট ওয়েল নামক দুই জন দালালের যাবজ্জীবন, কাপ্তেন হেরিয়টের পনর বৎসর ও মিস্ত্রি কার্কসের দশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ॥

—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ॥ পঞ্জাবেও অল্প বারি বর্ষণ হইয়াছে। কিন্তু রাজপুতনায় সর্ব্বাগ্রে বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক ॥

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বাবু কেশব চন্দ্র সেন পীড়িত হইয়াছেন ॥

—ছাপড়ার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সুখ্যাতি লইবার এক উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ॥ উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি একটী সভা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আবেদন পত্রে উপস্থিত ভদ্র লোকে কেহ স্বাক্ষর করেন নাই ॥ জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটকে সত্বর প্রোমসন দেওয়া হইলেই তাহার উৎসাহের যথোচিত পুরস্কার হয় ॥

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ডাক্তার বেলী সত্বর এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ॥ ইনি দরিদ্র দিগের পরম বন্ধু ছিলেন এবং প্রতি দিন বিনা অর্থে ইহাদিগকে চিকিৎসা করিতেন ॥ ইনি অতিশয় সুচিকিৎসক ও ছিলেন ॥ ডাক্তারদের মধ্যে ইহার তুল্য লোক দুর্ল্লভ ॥

—আমেরিকায় উকীল ও বারিষ্টার দিগের ফির কথা শুনিলে অবাক হইতে হয় ॥ বারিষ্টার ফিল্ড সাহেব এক মোকর্দ্দমায় ৬ লক্ষ টাকা ফি লয়েন ॥ নার্ক সাহেব আর একটি মকর্দ্দমায় দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা পান ॥ উইলিয়াম ষ্টুয়াটস্ সাহেবের আয় আড়াই লক্ষ টাকা এবং সম্প্রতি ৮০ মিনিট পর্য্যন্ত একটি বক্তৃতা করিবা দশ হাজার টাকা ফি লয়েন ॥ আমেরিকা কিরূপ ধনশালী তাহা ইহাতেই স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে ॥

—ময়মানসিংহের অন্তর্গত আটিয়া গ্রামের শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী একটি উচ্চ শ্রেণী স্কুলের সাহায্যার্থে মাসিক দুই শত টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ॥ উক্ত স্কুলের লাইব্রেরী স্থাপনার্থে তিনি হাজার টাকা দান করিয়াছেন ॥

—সোম প্রকাশ বলেন "সম্প্রতি সেকন্দাবাদে এক জন ইউরোপীয় সৈনিক এক তাড়ির দোকানে মাতাল হইয়া দাঙ্গা করাতে গোলযোগ হয় ॥ ইহাতে সৈনিকের বন্দুক হঠাৎ ছুটিয়া যাওয়াতে দুই জন এতদ্দেশীয় হত হয় ॥ সেসিয়ন বিচারালয় ইহাকে নির্দ্দোষ বলেন, মেজর জেনরল শুব্রিক তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বিচার করিতে বলেন ॥ পুনর্ব্বার আফিসরের পূর্ব্ব মত প্রকাশ করেন ॥ মেজর জেনরল আইনানুসারে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন এটি স্পষ্ট অবিচার। গবর্ণমেন্টের পক্ষে যিনি মকদ্দমা চালান তিনিও স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন নাই ॥ সাক্ষ্য দিগকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটী হইয়াছে ॥ এতদ্দেশীয় সাক্ষির সাক্ষ্য সামরিক বিচারালয় প্রত্যয় করেন নাই ॥ আইনের দোষেই এরূপ অবিচার হইতেছে ॥ স্থানীয় বিচারালয় বিচার হইবার বিধি যাবৎ না হইবে, তাবৎ এ অবিচারের নিবারণ সম্ভাবনা নাই ॥"

—বেঙ্গালীতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে পদ্মা নদীর জল বৃদ্ধি হওয়ায় সমুদায় ফরিদপুর জেলা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে ॥ পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে এরূপ জল বৃদ্ধি কেহ কখন দেখে নাই ॥ সহরের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে ॥ লোকে বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছে এবং নানা বিধ জন্তু সেখানে বাস করিতেছে ॥ শস্যের অনিষ্টের এক শেষ হইয়াছে ॥

—ঢাকা প্রকাশ বলেন, জনৈক যুবক বগুড়া পুলিস আফিসে কর্ম্মকাঙ্খী হইয়া মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ ও শিবচন্দ্র নাগ বি. এ স্বাক্ষরিত দুই খণ্ড জাল সার্টিফিকেট দাখিল করে। কর্ম্মদাতা সার্টিফিকেট কৃত্রিম সন্দেহ করিয়া মথুরা ও শিব বাবুর নিকট অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা সার্টিফিকেট দান অস্বীকার করিয়াছেন। যুবকটী সেশনে অর্পিত হইয়াছে। মথুরা ও শিব বাবু সাক্ষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া বগুড়া যাইতেছেন। লোকে চাকুরীর জন্য কিনা করিতেছে।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয় ॥

লুধিয়ানা অম্বালা হইতে প্রায় ৩৫ ॥ ৩৬ ক্রোশ দূরে স্থিত, ইহার সম্মুখে শতদ্রু নদী প্রবাহিত হইতেছে ॥ পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে অনেক গুলি খাল খাত হইতেছে, এখানকার লোক সংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক ॥ কিন্তু মুসলমান দিগের কৃত দেখিবার যোগ্য মসজিদ আদি প্রসিদ্ধ অট্টালিকা ও সমাধি মন্দির নাই। এক্ষণে এই স্থান নানা কারণে দিন২ সমৃদ্ধ সম্পন্ন হইতেছে ॥ অনেক ধনী বণিক ও হুণ্ডিওয়ালা এখানে অবস্থিত করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেছেন, অমৃতসর নগরে যেরূপ অনেক সংখ্যক শালবয়নকারী কাশ্মীরি তাঁতী শাল বুনিতেছে দেখিলাম এখানেও সেই রূপ শাল, টুপি, মোজা প্রভৃতি অনেক প্রকার পশমী বস্ত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে ॥

এই স্থানেই কাবুলের সাজেমান দুরানী পদচ্যুত হইয়া লুক্কায়িত ভাবে ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা শা সুজাও এখানে ছিলেন এবং ইংরেজি ১৮৩৮ সালে এখান হইতে আফগানস্থান পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ যে বাড়ীতে ইহাঁরা অবস্থান করিয়া ছিলেন কাবুলের আমীর সের আলি খাঁকে আম্বালায় যাইবার সময় সেই বাড়ীতে অবস্থান করিতে দেওয়াতে ইনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মহোদয় দিগের পলায়িত অবস্থায় ইনিও নাকি সঙ্গে ছিলেন ইহার সেই এক দিন আর এই এক দিন, কালের গতি!!!

খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারার্থে এখানে একটি বৃহৎ মুদ্রা যন্ত্র আছে ॥ তথা হইতে পঞ্জাবের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা ভাষায় খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রতিপাদক নানা পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে ॥ ইহাদের কার্য্যালয়ের এত ধুম—ধর্ম্ম প্রচারার্থে ইহাদের চেষ্টা দেখিয়া অবাক হইতে হয় ॥ খৃষ্টিয় ধর্ম্ম একটী উপধর্ম্ম হইয়াও ইহা যে এত বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে, ইহাদের ধর্ম্ম যাজক দিগের অবিশ্রান্ত চেষ্টা

ই ইহার প্রধান কারণ ॥

জলন্ধর ।—লুধিয়ানা হইতে এই নগর প্রায় ১৭ ক্রোশ দূরে স্থিত ॥ এখানে কতক গুলি ইংরাজ সৈন্য আছে এবং কমিসরিয়েট আফিস, কমিসনরের কাছারি প্রভৃতি অনেক গুলি কার্য্যালয় আছে ॥ এস্থানে মনোহর উদ্যান ও অট্টালিকাদিও অনেক আছে ॥ আমাদের কয়েকটী বাঙ্গালী ভ্রাতাও এখানে থাকিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতেছেন ॥ ইহাদের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই ॥ বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে অপর্য্যাপ্ত চিনি ও সোরা প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে রপ্তানী হইতেছে ॥ জলন্দর শতদ্রু ও বিপাশার ঠিক মধ্যবর্ত্তি ॥ ইহার প্রায় সম্মুখেই বিপাশা নদী প্রবাহিত হইতেছে ॥ বিপাশা নদীর এপার হইতে রেলওয়ে আরম্ভ হইয়া মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে ॥ বিপাশা নদীর উপরে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে ॥

এখানে ৩০ । ৪০ টি বাঙ্গালীর অধিক বাঙ্গালী নাই, যখন একটি বাঙ্গালীর দ্বারা ভারতবর্ষে মুখ উজ্জ্বল হইতেছে, তখন এত গুলি বাঙ্গালীর দ্বারা কত কাজ হইতে পারে ॥ কিন্তু, মহাশয় । বলিব কি! ইহারা বাঙ্গালী নামে পরিচয় না দিয়া যদি অন্য কোন দেশ বাসী বলিয়া পরিচয় দেন তবে ভাল হয় । "মনুষ্য কি? কোথা হইতে আসিয়াছে? কোথায় যাইবে?" তাহা ইহাদের চিন্তার বিষয় করিয়া দেওয়া সহজ নহে ॥ আপনার পাঠকবর্গ কখন শুনিয়াছেন, যে এখানে যত গুলি বাঙ্গালী মহাত্মা আছেন ততগুলি প্রায় গুলির আড্ডা আছে ॥ ইহার ভিতর আবার দলাদলি হিংসা দ্বেষেরও ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। মহাশয়, স্বজাতীয়ের নিন্দা করা অন্যায় বটে, কিন্তু এসকল দেখিয়া চুপ করিয়া থাকাও যায় না ॥ আপনি রাজনীতি ও সমাজিক বিষয় সকল লিখিয়া যেমন দেশের উপকার করিতেছেন প্রার্থনা করি ধর্ম্মনীতি ও চরিত্র সংশোধনের উপাঙ্গ ঘটিত বিষয়ও মধ্যে২ লিখিয়া সাধারণের উপকার সাধন করেন ॥

পাঞ্জাবস্থ আপনার এক জন পাঠক ॥

মহাশয় ।

আমেরিকাবাসীরা ইংরাজ দিগের সন্তান; কিন্তু তথাপি তাঁহারা সকল জাতি অপেক্ষা ইংরাজদিগকে ঘৃণা করেন। ইহার একটী প্রধান কারণ দেখা যাইতেছে । আমেরিকায় অতি অল্প কালে যে সকল উন্নতি হইয়াছে শত২ বৎসরে ইংলণ্ডে তাহা হয় নাই । ইংরাজ দিগের সংস্কার আছে, রোমের ন্যায় সকল নগর ক্রমশঃ বৃদ্ধি না হইলে কোন কাজের হয় না ইংলণ্ডের স্বাধীন প্রণালী যেমন ক্রমশঃ পক্ক হইতেছে, সর্ব্ব দেশে সেই প্রকার হওয়া উচিত ॥ যেখানে এই নিয়ম ব্যতিক্রম হয় সেখানেই ইংরাজেরা যথার্থ শ্রীবৃদ্ধির প্রতি সন্দেহ করেন। রুশীয়ার সন্ধিতে ১৮৫৬ অব্দে যে সন্ধি হয়, সেই দূত সভায় অষ্ট্রিয় দূত কাউন্ট বুয়ল সাডিনিয়ার প্রতি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, উক্ত রাজ্যে ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন প্রণালী কয়েক বৎসর মধ্যে হইয়াছে; কিন্তু তিনি তাহার বৃদ্ধির প্রতি সন্দেহ করেন। ইংলণ্ডীয় সর্ব্ব সধারণে এই কথায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা বিস্মৃত হইয়াছেন, যাহা কোপার্নিকস, নিউটন প্রভৃতি যাবজ্জীবন ব্যয় করিয়া আবিষ্কৃত করেন, এক্ষণে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহা পাঠ আরম্ভে অবগত হন। বিজ্ঞানের ন্যায় রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ও এক জাতির ভূয়োদর্শন অপর জাতির সুবিধা করে । যেমত প্রত্যেক ছাত্রের কোপার্নিকসের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব, সেই প্রকার প্রত্যেক জাতির ইংলণ্ডের ন্যায় মাগনাচার্টার ঘটিত গোলযোগ আরম্ভ করিয়া প্রথম চারলসের ন্যায় রাজার মস্তক ছেদন, দ্বিতীয় জেমসকে দূরীকরণ, হেবিয়স কর্পস আইন বিধি বদ্ধ প্রভৃতি কাজ করা অসম্ভব । পরস্পরের উন্নতি অনুকরণ করাই যথার্থ উপায় । আমেরিকানেরা তাহা করিয়াছেন ॥ কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহাদিগের সেই উন্নতি সর্ব্বদা স্বীকার করিতে চাহেন না । সেনাপতি গ্রান্ট, শর্ম্মান প্রভৃতি যখন বারম্বার বিদ্রোহী দক্ষিণ বিভাগীয় দিগকে পরাজিত করিতেছিলেন, তখন ইংরাজগণ আমেরিকার সংবাদ পত্রের কথা অবিশ্বাস করিয়া "কেবল মুখ ভারতি" স্থির করেন, । "ইয়াঙ্কির কথা সকলই আড়ম্বর" ইংরাজ দিগের এই সংস্কার আছে। আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি, এটী ইংরাজ জাতির নীচাশয়তা; এই নিমিত্ত তাঁহারা সদাশয় ফরাশী ও তীব্র আমেরিকান দিগকে কখন প্রকৃত বন্ধু করিতে পারিলেন না।

আমেরিকান দিগের ন্যায় বাঙ্গালী দিগের সহিত ব্যবহার করা হইতেছে ॥ সমুদায় ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের মতে চালিত হন ॥ যে শীক গণকে পঞ্জাবীদল ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান করিবার মানস করিয়াছেন, সেই শীকগন শিশুবৎ বাঙ্গালী দিগের পরামর্শে চলিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের ইউরোপীয় বন্ধুগন বঙ্গদেশে সকলই আড়ম্বর ও সকলই কপট ব্যবহার দেখিতেছেন । বঙ্গদেশের যে যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন ॥ তাঁহারা কখন বাঙ্গালী দিগকে সমকক্ষ হইতে দিবেন না, এইটী প্রকৃত অভিপ্রায়; কিন্তু সেটী প্রকাশ না করিয়া বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসে কাজ করিবার মানস করিয়াছেন । কি ভ্রম! ইংরাজদিগের বিদ্রূপে ও আমেরিকা তাঁহাদিগের অপেক্ষা এত প্রধান হইয়াছেন যে এক্ষণে আমেরিকানগন এক প্রকার তাঁহাদিগের উপরে আজ্ঞা চালাইতেছেন ॥ সাক্ষী আলাবামাঘটিত বিবাদ ॥ আমাদিগের ভারতবর্ষ স্থিত ইউরোপীয় বন্ধু গন বিদ্রূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের লোকে এই বিদ্রূপের উদ্দেশ্য বুঝেন ॥ এই বিদ্রূপে ফল এই হইতেছে, ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে সভ্যতা ও বিদ্যা শিক্ষার বৃদ্ধি হইতেছে, সেই সেই স্থানের লোকেরা বঙ্গদেশের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেছেন ॥ পাঞ্জাবে শিক্ষা বৃদ্ধি হউক, তখন দেখিতে পাইবে ॥ শীক দিগকে পৃথক জাতি বলিয়া বঙ্গদেশ ও অন্য অন্য স্থানের উপরে ঈর্ষাযুক্ত করিবার যে উপায় হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে। প্রত্যেক কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয় সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ॥ সাধারণ দেশ ও সাধারণ জাতি বলিয়া গর্ব্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতেছে ॥ কোন কৃতবিদ্য মান্দ্রাজী বা বোম্বাই বাসী প্রদেশীয় ঈর্ষা রাখেন না ॥ কিছু দিন হইল এক খানি উঃ পশ্চিমাঞ্চলীয় পত্রে প্রধান প্রধান লোকের এক তালিকা প্রকাশিত হয় ॥ সংখ্যা অবশ্যই অল্প ছিল ॥ ইহাতে পাবলিক ওপিনিয়ন বলেন, এক শত বর্ষ মধ্যে যে জাতি এত অল্প সংখ্যক বড় লোক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রশংসা নাই ॥ পাবলিক ওপিনিয়ন যাবতীয় পঞ্জাবীর ন্যায় বাঙ্গালী দিগকে ঘৃণা করিয়া শীকদিগকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন । আমরা দুঃখিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস এই নীচাশয়তা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই; বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের সকলই ফাঁপা। প্রথম উন্নতির সময়ে আড়ম্বর কতক হয় সন্দেহ নাই। আমাদিগের যে আড়ম্বর আছে, তন্নিমিত্ত আমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করি; আমাদিগের সকলেই আমার এ কথা নিতান্ত অমূলক। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিতে পারি নাই; কিন্তু এবিষয়ে প্রগাঢ় যত্ন হইতেছে এবং এই চেষ্টায় যে শীঘ্র ফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা এত দূর বলিতে পারি আমাদিগের ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় বন্ধুগণও এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা কোন প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। এমত অবস্থায় পবলিক ওপিনিয়ন ও ডেলিনিউসের বিদ্রূপ ঈর্ষা মাত্র হইতেছে এবং আমরা অনায়াসে ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারি। তবে তাঁহারা একটী গুরুতর কথা বলিয়াছেন, একশত বর্ষে এত অল্প বড় লোক হইয়াছেন কেন? সত্য কথা শুনিতে চাও? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের জীবন চরিত বন্ধ করিয়াছেন! সাহিত্য ও আইন ব্যতীত আমাদিগের যশোলাভের আর কোন উপায় করিয়াছেন? সেনাদলের কাজ উচ্চতর শাসন ও দৌত্যকার্য্য ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ইদানীন্তন কালে যথার্থ যশো লাভ করা যায়। আমাদিগের এই যশোলাভের কি উপায় রহিয়াছে? আমাদিগকে এক প্রকার শাসন কর্ত্তাদিদের অনভিমত প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে হয়। চীন দেশের স্ত্রীলোকদিগের পদ সকল বাল্যকালাবধি লৌহ পাদুকায় বদ্ধ রাখা হয়; তাঁহারা যে শেষে ভাল করিয়া বেড়াইতে পারেন না, এটী তাঁহাদিগের না লৌহ পাদুকার দোষে হইয়া থাকে ?

মহাশয়,

আপনার ৩১ আষাঢ়ের ২২ সংখ্যক পত্রিকায় "একজন স্পষ্টবাদী" এই আখ্যাধারী "আপনার এক জন পাঠক" পত্রের অর্থাৎ গৌরদাস বাবুর প্রশংসার প্রতিবাদ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। গৌরবাবু এ অঞ্চলের যাদৃশ হিতৈষী বান্ধব ছিলেন তাহা কাহার এমন কি আমি বোধকরি ঐ স্পষ্টবাদীর নিকটেও অপ্রকাশিত নাই। লোক সমাজে বিদ্বান ও যথার্থ মঙ্গল কাম ব্যক্তির সমুচিত প্রশংসা ও সুখ্যাতির পরি চয় প্রদান এবং সেই সুযোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যদি খোষামুদীর কার্য্য হয়, তবে জানিনা স্পষ্টবাদীর মতে কি প্রকার চাতুর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক লিখিতে শিখিলে নির্দ্দোষিতার সহিত লোকের প্রশংসাকরিতে পারা যায়।

আমরা যতদুর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে হুইটমোর সাহেব যে গৌর বাবু অপেক্ষা, কোন বিষয়ে এপর্য্যন্ত অধিক সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন এমন বোধ হয় না। তবে যে "স্পষ্টবাদী" উক্ত সাহেব কর্ত্তৃক সুখ্যাতির সহিত কার্য্য নির্ব্বাহের যথেষ্ট আশা করেন সে আশা বর্ত্তমান ইনকমট্যাক্স উঠিয়া যাওয়ার আশার ন্যায়ও হইতে পারে। "স্পষ্টবাদী" যদি গৌর বাবুর কার্য্য প্রণালীতে কোন দোষ দেখিয়া থাকেন তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতে পারেন ইহাতে গৌর বাবুও সংশোধিত হইবেন এবং আমরাও জানিতে পারিব যে তিনি, বাস্তবিক ভাল লোক ছিলেন না ॥

সেনহাটীর যুবকেরা যে প্রকার বিশ্ব-নিন্দুক হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে সোমপ্রকাশী হাওয়া তাহাদের গায়ে লাগিয়াছে। আমাদের ইচ্ছা নাই যে তাহাদিগের নিন্দাকরি তবে যথার্থ লিখিতে গেলে যদি তাহাদের নিন্দা হয় তবে আর কি করা যায়। "স্পষ্টবাদী" যে আমা দিগকে খোষামুদে বলিয়া গালি দিয়াছেন তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট হই নাই, যে হেতু "সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" কিমধিক মিতি। (১)

আপনার এক পাঠক

---

(১) এ বিষয়ের শেষ এই পর্য্যন্ত । স ।

মহাশয়।

সম্প্রতি তামাক খাওয়া নিয়া অত্রস্থ ছোট আদালতে বড় গণ্ডগোল যাইতেছে। বোধ করি মহাশয় জ্ঞাত আছেন যে সরকারি কার্য্যালয়ে ধুম পান নিষেধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে এক খানি সরকিউলর প্রচার করিয়াছেন। এই সরকিউলর পঁহুছিলে পর অত্রস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় আফিসে ধুম পান করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জজ বাবু কেবল আফিসে সন্তুষ্ট না হইয়া আপন বিচারালয়ের হাতার মধ্যে কেহ ধুম পান করিতে পারিবে না এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার বিচারালয়ের প্রাচীরে লটকাইয়া দেওয়াইয়াছেন। এই ইস্তাহারের তারিখ অবধি ছোট আদালত বড়ই গোলজার, প্রায় এমন দিন নাই যে তামাক খাওয়ার দুই এক মামলা উপস্থিত না হয়। কাছারির অধীনের এক শত হাতের মধ্যে কেহ তামাক খাইলেও ছাড়াছাড়ি নাই। লোকের বিরক্তি। এক শেষ হইয়াছে।

১০শ্রাবণ } একান্ত বশম্বদ
১২৭৭ } পাবনা বাসী

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

—শ্রীকুঞ্জ বেহারী অধিকারী, বগুড়া,—লিখিয়াছেন যে "এখানকার পথ ঘাট অত্যন্ত কদর্য্য। জল গোমুত্রাপেক্ষা বড় ভাল নয়। গ্রামের চতুপার্শ্বে জঙ্গলাকীর্ন। নিয়তই ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তু সকল বিচরন করিতেছে। তত্রত্য লোক প্রায় সকলেই শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এখানে ইন্দ্রিয় দোষ অত্যন্ত প্রবল এবং গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিরাই এ বিষয়ের উৎসাহ দাতা।"

—শ্রীর—আপনার পত্র খানি সম্পূর্ণ গ্লানি সূচক। এরূপ পত্র প্রকাশ করায় কোন লাভ নাই, কেবল শত্রুতা দেখান। আপনি এ বিষয় সাক্ষাৎ ভাবে উপরিতন কর্ম্মচারী দিগকে লিখিবেন, তাহা হইলে বেশী কাজ হইবার সম্ভাবনা। আপনার প্রদত্ত মূল্য পাওয়া গিয়াছে।

কর্ম্মখালী।

নাটোর মিডল ক্লাশ ইংরেজী স্কুলের নিমিত্ত এক জন দ্বিতীয় শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন ২৫ ৲। যাহারা এল, এ, পাস করিয়াছেন কি অল্প নম্বরের নিমিত্ত ফেল হইয়াছেন, তাহাদের আবেদনই গ্রাহ্য। সেক্রেটারী বাবু গদাধর খার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

দেশমোকার মোসাট এডেড স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদ শূন্য। বেতন ১০ ৲। বেতন ১৬ টাকা বৃদ্ধি হইতে পারে। আবেদন কারীদের এণ্ট্রান্স পাস করা চাই। বাবু শ্রীনাথ কুমারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সোণাতলী গবর্ণমেণ্ট আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য আছে, মাসিক বেতন ২০ টাকা। উপযুক্ত বাসস্থান ও পাওয়া যায়। যাঁহার প্রয়োজন সচ্চরিত্রতা ও শিক্ষা-কার্য্যে পারগতার প্রসংশা পত্রাদি সহিত সত্বরে আবেদন করিবেন।

শ্রীমহিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর
কাকিনা বিভাগ।

অত্রত্য বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একজন এক জনেক দ্বিতীয় শিক্ষকের প্রয়োজন হইতেছে। যাহার হস্তাক্ষর ভাল হয়। জাতি ব্রাহ্মন কিম্বা কায়স্থ হইলে, তাঁহার আবেদনই সমধিক আদরনীয়। শ্রীযুক্ত দীন নাথ ন্যায়রত্ন সম্পাদক কর্ত্তৃক আবেদন পত্র গৃহীত হইবে।

কাঁঠালতলা পোষ্টাফিস } প্রধান শিক্ষক
পুটীর স্কুল } শ্রীচন্দ্রনাথ
১২৭৭সাল ১লা শ্রাবণ } মুখোপাধ্যায়

জিলা দিনাজপুরের অন্তর্গত ছাপ্রাঝাড় গ্রামস্থ সাহায্যকৃত বঙ্গ বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ২১ টাকা।

১০ই জুলাই } শ্রীশশিভূষন সেন
১৮৭০ } স্কুল ডিঃ ইনস্পেক্টর

বিজ্ঞপন।

জমিদার কি প্রজা, মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টরি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-সংগ্রহ॥

হরিবংশ॥

৪ পেজী আকারে অর্থাৎ শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ভারত মুদ্রাঙ্কণ নিয়মানুসারে উক্ত মহোদয়ের সহকারী অনুবাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া আমাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ হইয়াছে। যিনি উহা গ্রহন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি ত্বরায় আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

প্রতি মাসে দশ অথবা দ্বাদশ ফর্ম্মায় এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহকগণের প্রতি ।০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকের ডাক মাসুল দিতে হইবেক।

কলিকাতা পাতরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন.-সাহিত্য যন্ত্র। ২০ই আষাঢ়। সম্বৎ ১৯২৭। } শ্রীগোপাল চন্দ্র ম্যানেজর

বিজ্ঞাপন

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার এনগ্রেবার॥ ৫৮ নং বাটি পটটোলা পটল ডাঙ্গা কলিকাতা॥ অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন॥

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন শিক্ষা হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জির দারে লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন॥ মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ২৫ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কামসন পাইবেন॥

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মানঅর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্তবাবু মতিলাল ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়া
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়াপাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যান্মাসিক	৩	১।৫
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	৩	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যান্মাসিক	৪৸০	১।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৴
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়॥